ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস ঃ বৈদিক গান

'সামবেদ'-কে বলা হয়েছে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস। সাম বেদকে একবাক্যে সবাই ভারতীয় সঙ্গীতের 'উৎস' বলে মেনে নিতে চাইবেন না। কারণ বৈদিক সভ্যতার আগেও ভারতে সভ্যতা ছিল এবং অনার্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির ভাষা ও সঙ্গীতও ছিল। তবে এটা ঠিক যে, সাম বেদের যুগে আমরা ভারতীয় সঙ্গীতের এক সুস্পষ্ট রূপকে দেখতে পাই।

ঋক্‌বেদ থেকে বৈদিক যুগের শুরু। অন্যান্য বেদের মত ঋক্‌বেদেরও 'সংহিতা' ভাগ আছে। সংহিতা অংশ ছন্দ বা কবিতার আকারে লেখা। অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সোম, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিদের প্রশংসাসূচক এই মন্ত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে 'ঋক্'। এই ঋক্‌গুলিতে সুর সংযোগ করে গাওয়া হতো।

'সাম' শব্দের অর্থ সুর অথবা সুমিষ্ট স্বর। ঋক্ ছন্দের ওপর ঐ সুর সংযোজিত হয় এবং তা থেকেই সামগানের বিকাশ। সাম অর্থ তাই স্বরযুক্ত ঋক্ এবং স্বরযুক্ত ঋক্ বা সামের সমষ্টিই সাম্‌বেদ।

ঋক্ বেদের ১০টি মণ্ডল এবং সবগুলি মণ্ডলে ১০২৮টি (মতান্তরে ১০১৭টি) সুক্ত আছে। কন্ব ও অঙ্গিরাবংশের নায়কদের উদ্দেশ্যে এই সুক্ত বা গানগুলি রচিত হয়েছিল। অষ্টম মণ্ডলের ৯২টি সূক্তের সমগ্রভাবে নাম 'প্রগাথ' বা প্রগাথা। প্রকৃষ্টরূপে এগুলির গান করা হতো বলেই এই নাম হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের বহুস্থলে গান অর্থে 'গাথা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঋক্ বেদের নবম মণ্ডলীর ১১৪টি সূক্ত সোম, দেবতার বা চন্দ্র দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। সোমলতা থেকে সোমরস আহরণ করার সময় এগুলি গাওয়া হতো। এই গানও বৈদিক যুগের গান তথা সাম গান।

সাম বেদের স্তোত্রগুলির সংখ্যা ১৮১০ বা ১৮০৮। যাগযজ্ঞের সময় উদ্‌গাতাগণ এইগুলি গাইতেন। সামবেদ সংহিতা মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম 'আর্চিক' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম 'স্তৌভিক'। আর্চিকে যে ৫৮৫ সূক্ত আছে তার মধ্যে ৫৩৯টি ঋক্ বেদ থেকে নেওয়া এবং স্তৌভিক-এর ১২২৩টি সূক্তের মধ্যে ৭৯৪টি ঋক

Scanned with CamScanner

থেকে নেওয়া। 'স্তোভ' অর্থ প্রশংসা অর্থাৎ দেবতা বা ঋষিদের উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক গানই স্তোভ। প্রথমাদি স্বরযোগে স্তোভ গান করা হতো। স্তোভ ছিল তিনপ্রকার ঃ বর্ণস্তোভ, পদস্তোভ এং বাক্যস্তোভ।

আর্চিকের দু'টি অংশ—ছন্দস ও উত্তরা। সামগরা সুর সংযোগ করে আর্চিক তথা ঋক মন্ত্র গান করতেন। ছন্দ আর্চিককে বলে 'পূর্বাচিক' এবং উত্তরা অংশে 'উত্তরার্চিক'। যজ্ঞানুষ্ঠানে উত্তরার্চিকের প্রয়োগ হতো বেশী। যজ্ঞে যতগুলি স্তোত্র সুর করে গাওয়া হতো তার সবই উত্তরার্চিকের সূক্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সূক্তগুলি ত্রিঋচ বা তিনটি ঋক্‌সম্পন্ন হতো অর্থাৎ প্রত্যেকটিতে থাকতো ঋক্‌বেদের তিনটি করে পদ। অবশ্য কতকগুলি ত্রিঋচে দুই এবং তিনের বেশী-পদও থাকতো।

যজ্ঞ কর্মে যখন স্তোত্র গান হতো তখন প্রতিটি স্তোত্র কতকগুলি ভক্তিতে ভাগ করা থাকতো। বিভিন্ন যাজ্ঞিক সামগরা ঐসব ভক্তি গান করতেন। ভক্তিগুলির সংখ্যা পাঁচ বা সাত। পাঁচটি ভক্তির সাধারণ নাম ঃ প্রোসত্বা, উদগীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন।

গ্রামগেয়, অরণ্যেগেয়, উহ্য এবং উহ (রহস্যগান)—এই চারটি গান-ভাগ নিয়ে সামবেদের গাথা, গান বা সঙ্গীতাংশ রচিত হয়েছে। গ্রামগেয় গান—মূল গান। উহ বা উহ্য গান ঐ গ্রামগেয় গান থেকেই সৃষ্টি হতো। অরণ্যগেয় গান অরণ্যবাসী ঋত্বিক ও সামগদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ; আর গ্রামগেয় গান নির্দিষ্ট ছিল গৃহবাসী, গোষ্ঠি বা সাধারণ শ্রেয়কামীদের জন্যে। "এই গ্রামগেয় গান থেকেই নাকি বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গ এবং মার্গ থেকে ক্রমশঃ ক্ল্যাসিক্যাল অভিজাত দেশী গানের সৃষ্টি হয়েছে।"—[স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ]

যাগ-যজ্ঞের সময় সাম গানের রীতি ছিল। যজ্ঞের সময় অগ্নিকে ঘিরে গান করা হতো ; আবার যজ্ঞশালার বাইরেও গান করার রীতি ছিল।

বিভিন্ন বেদের অনেকগুলি করে শাখা। প্রত্যেক শাখাতেই সামগানের বিধি ছিল—তবে পৃথক পৃথক ভাবে। পৃথক পৃথক শাখার সামগরা পৃথক পৃথক স্বরে বিভিন্ন সাম গান করতেন। তাঁদের গানের প্রকৃতি ও শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হতো স্বরসংখ্যার প্রয়োগে ; কেননা কেউ পাঁচস্বরে, কেউবা ছ' অথবা সাতস্বরে সামগান করতো। ঋগ্বেদীরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—তিনস্বরে সামগান করতেন। সামিক যুগের গান ছিল মাত্র তিনটি স্বরযোগে ; আর্চিকযুগে ছিল একটিমাত্র স্বরের ব্যবহার। সামগানের মধ্যে সাতটি স্বরেরই ব্যবহার ছিল—ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য।

এদিকে সিন্ধু-সভ্যতার যুগেও সাতস্বরের বিকাশ ঘটেছিল এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তাই আজ জোর করে বলা চলে না ঠিক কোনসময় সাতস্বরের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। ডাঃ ফেলবার (ভিয়েনা), ডাঃ হুগ্‌ (হল্যাণ্ড), রিচার্ড সাইমন প্রভৃতির মতে বৈদিক যুগের বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন শ্রেণীর সামগানের উদ্ভব হয়েছিল এবং প্রথম দিকটায় সামগানে স্বরমণ্ডলের প্রয়োগ না থাকলেও শেষের দিকে তার সমাবেশ ঘটেছিল। স্বরমণ্ডলের পরিচয় দিতে গিয়ে নারদ বলছেন—'সাত স্বর, তিন গ্রাম (ষড়জ,

Scanned with CamScanner

মধ্যম, গান্ধার), একুশ মূর্ছনা, একোন-পঞ্চাশৎ তান প্রভৃতির সমবেত রূপই স্বরমণ্ডল। কিন্তু অনেকের মতে 'সপ্তস্বরাঃ' বলতে নারদ ষড়্‌জাদি সাতস্বরের কথাই বলছেন, বৈদিক প্রথমাদির কথা বলেননি। তাঁরা বলেন, সামগানে মৌলিক স্বরের ব্যবহার হতো না। তাছাড়া একুশ মূর্ছনা, শ্রুতি, তান প্রভৃতির বিকাশ ঘটেছে বৈদিকোত্তর যুগে।

বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্র

বৈদিক যুগের বহু রকমের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল—বৈদিক সাহিত্যগুলিতে এর প্রমাণ আছে। ঋক্‌সংহিতায় নৃত্যেরও উল্লেখ রয়েছে।

বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ক্ষৌণী, আঘাতি, ঘাতলিকা, কাণ্ডি, বাণ ঔদুম্বরী, কাত্যায়নী পিচ্ছোরা প্রভৃতি বেণু ও বীণার নাম পাওয়া যায়। চামড়ার যন্ত্র হিসাবে ছিল দুন্দুভি, ভূমি-দুন্দুভি প্রভৃতি। এছাড়া গর্গর, পিঙ্গ নাড়ী, বনস্পতি, অদম্বর, কর্করি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে।

বাণ-বীণার একশতটি তার থাকতো, গোধাবীণা গো-সাপের চামড়া দিয়ে তৈরী হতো। ধনুযন্ত্রের উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে। এই ধনুযন্ত্র থেকে পরবর্তীযুগে বেহালার সৃষ্টি হয় বলে কেউ কেউ ধারণা করেন।

উপনিষদে সঙ্গীত

বৈদিক সাহিত্য বলতে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ও উপনিষদ—এই সবগুলিকেই বুঝায়—একথা আগেই বলা হয়েছে এবং বৈদিক সংহিতা থেকে সঙ্গীতের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ব্রাহ্মণ-এর মধ্যেই আরণ্যক সন্নিবেশিত। ব্রাহ্মণ-এ যাগযজ্ঞ সংক্রান্ত ক্রিয়াপ্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ব্যাখা ও আখ্যান গদ্যে লিখিত। আরণ্যক অরণ্যে রচিত বা পাঠ্য একজাতীয় সাহিত্য। এটা ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট বিশেষ। উপনিষদ মূলত দার্শনিক তত্ত্বের আধারস্বরূপ। এই সাহিত্য গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব—এই চার বেদেরই উপনিষদ আছে। উপনিষদ অনেকগুলি—যেমন ঈশ, কেণ, কঠ, মুণ্ডক, ঐতরেয় বৃহদারণ্যক, মৈত্রায়নী তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য প্রভৃতি। এর মধ্যে তিনটি উপনিষদে আমরা সঙ্গীতের উপাদান পাই। এই তিনটি হ'ল ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমে ওঙ্কারকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে ওঙ্কারকে কি কারণে উদ্‌গীথ বলা হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় মন্ত্রে উদ্‌গীথকে সামবেদের রস বা সারাংশ বলা হয়েছে। এই উপনিষদে গান, বাদ্য নৃত্যের উল্লেখ আছে। এতে দেখা যায় যে, যজ্ঞের সময় বিচিত্র ছন্দে যে স্তবপাঠ করা হতো তাতে থাকতো ছন্দ (তাল) ও সুর। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উদ্‌গান (সামগানের একটি শ্রেণী) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই উপনিষদে গায়ত্রী,

Scanned with CamScanner

উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, জগতী ও নিষ্টুপ—এই সাতটি ছন্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গীতের অন্যান্য উপদান ছান্দোগ্য উপনিষদের মত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে সঙ্গীতের অতি সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যেকে গীতির শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এ ছাড়া কঠ উপনিষদের যম ও নচিকেতা সংবাদে নৃত্যগীতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner